ভাষা : জনৈক সাহিত্যকর্মীর উপলব্ধি

নবারুণ ভট্টাচার্য

ফি বছরই দেখি শীত পালাবার মুখে ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা নিয়ে একটি রিচুয়্যাল হয়। রিচুয়্যাল মানেই পুনরাবৃত্তি। সেই একই গান। রিপিট ঘ্যানর ঘ্যানর। কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির কাটা জাবর-ভাষণ। খুবই অসহনীয় লাগে। কিছু করার নেই। এটাই এ জাতের রেওয়াজ। যতদিন জ্যান্ত থাকবে এরকমই করে যাবে। তবে এই ক্লান্তিকর ভাঁড়ামির মধ্যেই কলকাতার এক হিন্দিভাষী কবি একেবারেই নির্জলা বাংলায়

> বাংলায় মানেটা এই যে, ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন, প্লাস্টিকগন্ধী ও ঢ্যামনা করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছেই। আমাদের কাজ হল এইসব সচেষ্টদের বাংলা মতে ক্যালানো। আগে তেরপল চাপা। তারপর খেঁটো বাঁশ।

একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম অরভিন্দ চতুর্বেদ। বইটির নাম বড়ই উপাদেয়—'আমি বাংলা খেয়ে বাংলা বলি'। অনেকেই আশা করি উৎফুল্ল চিত্তে অরভিন্দকে স্বাগত জানাবেন। কবিতাগুলোও ভালো। হাড়গোড় আস্ত্ব ছে, চোয়াল শক্ত। রোদে রাখা কুলফি বরফ নয়।

সম্প্রতি একটি ছোট সাইজের ভাইরাস-আক্রমণ আমার নজরে এসেছে। সেটি হল বিভিন্ন ভাষার বেশ কয়েক হাজার ভারতীয় কমবয়সী মানুষ উঠেপড়ে ইংরিজিতে নভেল মকসো করছে। উদ্দেশ্য বুকার বা ওই জাতীয় কোনো হেভিওয়েট প্রাইজ। এরা নিরাপরাধ। স্বধর্ম ত্যাগ করে ভয়াবহর দিকে ধাবমান। অবশ্যই এর জন্য দায়ি সাহেব প্রবর্তিত গোলকায়ন। সাহেবদের নেক নজরে পড়ে খেলাৎ পেতে হলে নেটিভ হয়ে থাকলে চলবে না। টম, ডিক বা হ্যারি হতে হবে। এই দলে বাঙালিও ভালোমতোই রয়েছে। এই ভাইরাসকে আমরা রাজমোহন-ভাইরাস নাম দিতে পারি? ভালোই শোনায়। তাই না?

সুখের কথা এই যে যাদের মাসি-পিসি হয়, যারা মুড়ি-ফুলুরি খায়, যারা গামছায় গা ঘষে, যারা নড়ে ভোলে ও যাদের ফিক্ করে হাসি পায় এবং দূরে ঢাকের বাজনা শুনে মন কেমন করে তারা কিন্তু বাংলাতেই লিখেছে, লিখছে ও লিখে চলবে। নাইপালের স্টিমারে পাল উঠল কি নামল বা কে কোথা পাল খেতে বা খাওয়াতে চলেছে তাতে একগাছা সুতোও বা সদৃশ কিছু ছেঁড়া যায় না।

তবে এটাও ঠিক যে আমাদের ভাষার মধ্যেও, সাহিত্যের আওতাতেও সাহেব-নেটিভ একটা ঘাপলা রয়েছে। এ নিয়ে কিছু লিখতে হলে অনেক তত্ত্বজ্ঞান থাকার দরকার। সাহেবদের লেখায় 'amplification, digressions and swellings of style' থাকবে, নেভিদের থাকবে 'primitive purity and shortness', সাহেবরা 'tropes and figures'-এ চমকাবে, নেটিভরা দেখাবে 'unaffected sincerity and sound simplicity'—এগুলো অবশ্য বেশ পুরনো চিন্তা। কিন্তু এর ভেতরেও কিছু মোদ্দা কথা বোধহয় রয়েই গেছে যা আমাদের বেলাতেও খেটে যায়।

মহাপণ্ডিতদের ফুৎকারে, মান্য ভাষা না মেনে চলার অপরাধে, কত কত সাহিত্যকর্মী যে উড়ে গেছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু উড়ে যেতে যেতে তারা সকলেই বলেছে 'অনেক ভাটিয়েছেন, এবারে ফুটুন'। হাংরি-রা থাকলে অবশ্যই বলতেন, যেমন তাঁর বলেওছিলেন—'এবার তবে মুখের মধ্যে লাগিয়ে নিন লুপ'। আমরা না হয় কুলুপই বললাম। বাংলায় মানেটা এই যে, ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন, প্লাস্টিকগন্ধী ও ঢ্যামনা করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছেই। আমাদের কাজ হল এইসব সচেষ্টদের বাংলা মতে ক্যালানো। আগে তেরপল চাপা। তারপর খেঁটো বাঁশ।

যা কিছু লিখলাম তা বোধহয় একটু এলোমেলো হয়ে গেল। হোকগে। কিন্তু একটা ধরতাই-এর আদল বোধহয় আঁচ করা যাবে। সেটুকু হলেই চলবে।

মে/২০০২/অ্যাকোয়ারিয়াম